দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

কারাগারে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাগেরহাট, ১১ মার্চ।—বাগেরহাট উপ-কারাগারে বন্দীদের মাঝে গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে। গত সাত মাস ধরে এই শিক্ষাক্রম অব্যাহত রয়েছে। চারশতাধিক কারাবন্দী ইতিমধ্যে স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন করেছে।

বর্তমানে প্রায় দু'শ কারাবন্দীকে গণ-শিক্ষাদান করা হচ্ছে। এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়ার পর থেকে কারাঅভ্যন্তরে শান্ত পরিবেশ ফিরে এসেছে। নিরক্ষর কারাবন্দীরাও অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে সকাল-বিকাল পড়া-লেখা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক ফজলুর রহমান খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কারা বন্দীদের মাঝে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। উপ-কারাধ্যক্ষ মো. ইব্রাহিম খাঁ এ ব্যাপারে তৎপর। অক্ষর ও স্বাক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি কারাবন্দীদের ধর্মীয় শিক্ষাও দেয়া হচ্ছে। গত দু'মাসে প্রায় অর্ধশত বন্দী আমপারা পড়তে শুরু করেছে। এদের মধ্যে ৬/৭ জন ইতিমধ্যে সূরা-কেরাত রপ্ত করেছে। দু'একজন কোরআন শরীফও ধরেছে।

কারা অভ্যন্তরে শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য বন্দীদের মধ্যে থেকে অল্প ও অর্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেছে বের করা হয়। তাদের দিয়ে গ্রুপ করে পাঠদান চলছে। এক এক গ্রুপে ২০/২৫ জন শিক্ষার্থী রাখা হয়। এই সব বন্দী শিক্ষার্থীকে বই, শ্লেট, পেন্সিল সরবরাহ করা হয়। 'অ' থেকে শুরু করে মাস খানেকের মধ্যে নিজের নাম লেখা শিখে ফেলেছে অনেকেই। দুই থেকে তিন মাস শিক্ষা নিয়ে কেউ কেউ বাড়িতে চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারছে।

সদ্যকারামুক্ত জেলার রামপালের কামাল শেখ জানায়, প্রায় দেড় মাস আগে একটি মামলায় সে জেলে যায়। লেখা-পড়া একেবারেই জানা নেই তার। জেলে আসার পরদিন থেকে সেখানে সে একজন শিক্ষার্থী হয়ে যায়। জেলখানায় ঢোকার সময় টিপসই দিয়ে ঢুকছিল। জেল থেকে বের হবার সময় স্বাক্ষর দিয়ে বেড়িয়েছে।

মোল্লাহাট থানার বুড়িগাইনী গ্রামের আবু জাফর ও সদর থানার কাফরপুরা গ্রামের হিমু মোল্লা এক মাস দশদিন হাজতবাসের পর মুক্ত হয়েছে। তারাও ওই একই কথা জানায়।

বাগেরহাট উপ-কারাধ্যক্ষ জানান, নিরক্ষর কারাবন্দীদের শতকরা ৭৫ ভাগই স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন করছে। জেলা প্রশাসক বলেন, কারাবন্দীদের গণশিক্ষা প্রদানের জন্য সার্বক্ষণিক তৎপরতা চলছে।